দৈনিক সংবাদ

144

তারিখ ... 14 FEB 1994 ..
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

টাঙ্গাইলে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী ভেস্তে যেতে বসেছে

টাঙ্গাইল, ১৩ই ফেব্রুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– টাঙ্গাইল থানার বেশিরভাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে দেয়া পুস্তকের দাম এবং মাসিক ভিত্তিতে বেতনসহ অন্যান্য ফি আদায় করা হচ্ছে। এর ফলে এই থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বছরের প্রথমেই ভেস্তে যেতে বসেছে। শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বিদ্যালয় গমন উপযোগী শিশুই বিদ্যালয়ে আসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

টাঙ্গাইল শহর এবং সদর থানার বিভিন্ন এলাকা থেকে অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন যে, অনেক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়েই বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের বই দেয়ার সময় ২০ টাকা থেকে ১শ' ১০ টাকা করে মাথাপিছু আদায় করা হয়েছে। তারা জানান, খোদ টাঙ্গাইল শহর এলাকায়ই অবৈধভাবে অর্থ আদায় হয়েছে বেশি। শহরের যে সকল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা বেশি সেখানে অর্থ আদায়ও করা হয়েছে বেশি হারে। কোন কোন বিদ্যালয়ে ৮২ থেকে ১শ' ১০ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হয়েছে। অবশ্য এ সকল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা এই অর্থ আদায়কে পুস্তক বিক্রি বাবদ অর্থ আদায় বলে স্বীকার না করে বলেছেন শিশু শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে মাসিক ৫ টাকা হারে বেতন বাবদ বার্ষিক ৬০ টাকা, ক্রীড়া ফি ১০ টাকা, মিলাদ ফি ১০ টাকা এবং স্কাউট ফি ২ টাকা; মোট ৮২ টাকা আদায় করা হয়। কোন কোন বিদ্যালয়ে ক্রীড়া ও মিলাদ ফি বেশি হারে আদায় করায় ছাত্রপিছু আদায়কৃত মোট অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ১শ' ১০ টাকা। শহরের বাইরে গ্রাম এলাকায় আদায় করা হয়েছে ২০ টাকা থেকে ৬০ টাকা পর্যন্ত ছাত্রপিছু। গ্রাম এলাকায় বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির আপত্তির কারণে কিছু সরকারী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকরা কোন অর্থ আদায়করতে পারেননি।

এ ব্যাপারে টাঙ্গাইল থানা শিক্ষা অফিসার নজরুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ অবৈতনিক হলেও ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে মাসিক বা বাৎসরিক ভিত্তিতে অর্থ আদায় করা যাবে না উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের এমন কোন নির্দেশ নেই। তিনি জানান উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ক্রমেই টাঙ্গাইল শহর এবং থানার বহু সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করা হচ্ছে। তার মতে এই অর্থ আদায় অবৈধ হলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেন। কিন্তু তারা কোন ব্যবস্থা না নিয়ে অর্থ আদায়কে বৈধ বলেই প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছেন।

বিষয়টি সম্পর্কে জেলা শিক্ষা অফিসার নূরুল হকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেতন বা চাঁদা বা বিনামূল্যে পুস্তক দেয়ার সময় অর্থ আদায়কে সম্পূর্ণ অবৈধ বলে উল্লেখ করে জানান, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক ও ঢাকা বিভাগীয় সহকারী পরিচালক এ সম্পর্কে জানেন। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেননি। এ কারণেই জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হিসেবে তারও করার কিছুই নেই।